أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/৬)

www.motaher21.net

كُلُوا مِن طَيِّبٰت

পবিত্র বস্তু আহার কর।

Eat of the good things.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৭২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

১৭২ নং আয়াতের তাফসীর:

হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাদ্যের বিবরণ

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন, ‘তোমরা পবিত্র ও উত্তম দ্রব্য আহার করো এবং আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। ‘হালাল খাদ্য দু ‘আ ও ‘ইবাদত গৃহীত হওয়ার কারণ এবং হারাম খাদ্য তা কবূল না হওয়ার কারণ।’ যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال)يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ" وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (وقال } :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء :يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".

‘হে মানবমণ্ডলী! মহান আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। তিনি নবীগণকে ও মু’মিনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন পবিত্র জিনিস আহার করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। (মুসনাদে আহমাদ ৩/৩২৮) অতএব মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾

‘হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো ও সৎ কাজ করো; তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত।’ (২৩ নং সূরা মু’মিনূন, আয়াত নং ৫১) আর মু’মিনদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

‘হে মু’মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি, সেই পবিত্র বস্তুসমূহ আহার করো এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’ আয়াতগুলো পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘এক লোক দীর্ঘ সফর করেছে, যার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত এবং নিজেও ধূলাবালিতে জর্জরিত; সে তার দু’হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছেঃ হে আমার রাব্ব! হে আমার রাব্ব! অথচ সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, সে যে পোশাক পরিধান করে তাও হারাম আয়ে জর্জরিত অর্থ দ্বারা তৈরী, তার শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা। সুতরাং কিভাবে তার প্রার্থনা কবূল হবে? (হাদীস সহীহটি। সহীহ মুসলিম- ২/৬৫/৭০৩, জামি ‘তিরমিযী ৫/২০৩/২৯৮৯, সুনান দারিমী ২/৩৮৯/২৭১৭)

হালাল জিনিসের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ হারাম জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে যে, হালাল প্রাণী আপনা আপনিই মরে গেছে এবং শারী ‘আতের বিধান অনুসারে যবেহ করা হয়নি তা হারাম। হয় তাকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলুক, লাঠির আঘাতেই মরে যাক, কোথাও হতে পড়ে গিয়ে মারা যাক, অথবা অন্যান্য জন্তু তাকে শিংয়ের আঘাতে মেরে ফেলুক। এসবগুলোই মৃত ও হারাম। কিন্তু পানির প্রাণীর

ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। পানির প্রাণী নিজে নিজেই মরে গেলেও হালাল। এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُه﴾

‘সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।’ (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ৯৬) এই আয়াতের তাফসীরে দেয়া হবে ইনশা’ আল্লাহ। সাহাবীগণের ‘আম্বার’ নামক প্রাণীর প্রাণীটি (হাঙ্গর) মৃত অবস্থায় প্রাপ্তি, তাঁদের তা আহার করা, পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যাওয়া এবং তাঁরা একে জায়িয বলা ইত্যাদি সব কিছুই হাদীসে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৫২) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"

‘সমুদ্রের পানি হালাল এবং এর মৃত প্রাণীও হালাল।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী-৭/৬৭৮/৪৩৬১, ৪৩৬২, সহীহ মুসলিম ২/১৭/১৮/১৫৩৫, ১৫৩৬। মুওয়াত্তা ১/২২, সুনান আবূ দাঊদ ১/৬৪, জামি‘ তিরমিযী ১/২২৪, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৬৫, সুনান নাসাঈ ১/৫০, ইবনে মাজাহ ১/১৩৬)

আরো একটি হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"أحل لنا ميتتان ودمان :السمك والجراد، والكبد والطحال"

‘দুই মৃত ও দুই রক্ত হালাল। মাছ, ফড়িং, কলিজা ও প্লীহা।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-১/২১/৮৩, জামি‘ তিরমিযী ১/১০০,১০১,৬৯, সুনান নাসাঈ ১/৫৩/৫৯, সুনান ইবনে মাজাহ-১/৩৮৬, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১/১২/২২, মুসনাদ আহমাদ ২/২৩৭, ৩৬১,/৩৯৩, সুনান দারিমী- ১/২০১/৭২৯) ‘সূরা মায়িদা’ য় ইনশা’ আল্লাহ এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

জিজ্ঞাস্যঃ মৃত জন্তুর দুধ ও তার মধ্যস্থিত ডিম অপবিত্র। এটি ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) সহ অন্যান্যদের অভিমত। কেননা সেগুলো মৃতেরই একটি অংশবিশেষ। ইমাম মালিক (রহঃ) এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সেটা পবিত্র তো বটে; কিন্তু মৃতের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে অপবিত্র হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মৃতের দাঁতও ঐ বিজ্ঞজনদের নিকট অপবিত্র। তবে তাতে মতভেদও রয়েছে। অবশ্য প্রসিদ্ধ অভিমত হলো তা নাপাক। সাহাবীগণের ‘মাজুসদের’ পনীর ভক্ষণ এখানে প্রতিবাদরূপে আসতে পারে; কিন্তু ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর উত্তরে বলেছেন যে, দুধ খুবই কম হয়ে থাকে, আর এরূপ তরল জাতিয় কোন অপবিত্র জিনিস অল্প পরিমাণ যদি অধিক পরিমাণ যুক্ত কোন পবিত্র জিনিসের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। (তাফসীর কুরতুবী ২/২২১) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘি, পনির এবং বন্য গাধা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ

"الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"

‘হালাল ঐ জিনিস যা মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম ঐ জিনিস যা তিনি স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন, আর যেগুলির বর্ণনা নেই সেগুলি ক্ষমার্হ। (হাদীস হাসান। সুনান ইবনে মাজাহ ২/১১১৭/৩৩৬৭, জামি ‘ তিরমিযী ৪/১৯২/১৭২৬, মুসতাদরাক হাকিম ৪/১১৫, আল কামিল-৩/৪৩০)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, শূকরের গোশতও হারাম। তা যবেহ করা হোক কিংবা নিজে নিজেই মরে যাক। শূকরের চর্বিরও এটাই নির্দেশ। কেননা ওর অধিকাংশ গোশতই চর্বিযুক্ত এবং চর্বি গোশতের সাথেই থাকে। অতএব গোশত যখন হারাম তখন চর্বিও হারাম। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ‘যা মহান আল্লাহ ছাড়া অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেটাও হারাম।’ অজ্ঞতার যুগে কাফেরেরা তাদের বাতিল উপাস্যদের নামে পশু যবেহ করতো। মহান আল্লাহ সেটাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। আর ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘আযমী বা অনারবরা তাদের ‘ঈদে পশু যবেহ করে এবং তা হতে মুসলিমদের নিকটও হাদিয়া স্বরূপ যা কিছু পাঠিয়ে থাকে, তাদের দেয়া ঐ গোশত খাওয়া যায় কি? তিনি বললেনঃ ‘ঐ দিনের সম্মানার্থে যে জীব যবেহ করা হয় তোমার তা খেয়ো না। তবে তাদের গাছের ফল খেতে পারো।’ (তাফসীর কুরতুবী ২/২২৪)

বিশেষ অপারগ অবস্থায় নিষিদ্ধ ব্যবস্থা শিথিল যোগ্য

এরপরেও অভাব ও প্রয়োজনের সময় যদি খাওয়ার জন্য অন্য কিছুই পাওয়া না যায় তাহলে মহান আল্লাহ ঐ হারাম বস্তুগুলো খাওয়াও বৈধ করেছেন এবং বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিরূপায় হয়ে যাবে এবং অবাধ্য-উচ্ছৃঙ্খল ও সীমা অতিক্রমকারী না হবে তার জন্য এই সব জিনিস খাওয়ার কোন পাপ নেই। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।’

মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি ঔদ্ধত্য কিংবা অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে না করে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য করতে বাধ্য হয় তা ভিন্ন কথা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ যদি সে এটা না করে তাহলে তার দ্বারা ছিনতাই, রাহাজানী, প্রচলিত আইনের বিরোধিতা, শাসকের বিরোধিতা কিংবা এ ধরনের কোন কিছু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন তার জন্য এ বিষয়টি সিথিলযোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তাকে দেয়া শিথিলতার সুযোগ নিয়ে মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতেই থাকে তাহলে তার জন্য আর এটি বিবেচ্য বিষয় হবে না, তা সে যদি সত্যি সত্যি অপারগ হয় তবুও। সা ‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) ও অনুরূপ বলেছেন। সা ‘ঈদ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেছেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হলো এটা মনে করা যে, এটা অনুমোদন যোগ্য। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৩৬) এ বিষয়ে ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এখানে আয়াতের ভাবার্থ অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হলো তা যে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মৃত প্রাণীর গোশত আহার করতে বাধ্য হওয়া এবং এর পুনরাবৃত্তি না করা, তবে এগুলো পেট পুরে না খাওয়া।

জিজ্ঞাস্যঃ একটি লোক ক্ষুধার জ্বালায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় সে একটি মৃত জীব দেখতে পেয়েছে এবং তার সম্মুখে অপরের একটি হালাল বস্তু রয়েছে। যেখানে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতারও ভয় নেই এবং কোন কষ্টও নেই, এ অবস্থায় তাকে অপরের জিনিসটিই খেয়ে নিতে হবে, মৃত জীবটি খেতে হবে না। ইবনু মাজায় একটি হাদীস রয়েছে, ‘আব্বাদ ইবনে শারজাবীল আনাযী (রাঃ) বলেনঃ ‘এক বছর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। আমি মাদীনায় গমন করি এবং একটি ক্ষেতে ঢুকে শিষ ভেঙ্গে নেই ও ছিলে খেতে আরম্ভ করি। আর কিছু শিষ চাদরে বেঁধে নিয়ে চলতে থাকি। ক্ষেতের মালিক দেখতে পেয়ে আমাকে ধরে ফেলে এবং মার-পিট করে আমার চাদর কেড়ে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে হাযির হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ লোকটিকে বলেনঃ

"ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا ."فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.

‘না তুমি এই ক্ষুধার্তকে খেতে দিলে, না তার জন্য অন্য কোন চেষ্টা করলে, আর না তুমি তাকে বুঝালে বা শেখালে! এই বেচারাতো ক্ষধার্ত ও মূর্খ ছিলো। যাও, তার কাপড় তাকে ফিরিয়ে দাও এবং এক ওয়াসাক বা অর্ধ ওয়াসাক অর্থাৎ এক ওয়াসাকে প্রায় একশ আশি কেজি শস্য দিয়ে দাও।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান ইবনে মাজাহ ২/৭৭০/২২৯৮, সুনান আবূ দাউদ ৩/৩৯, ২৬২০, সুনান নাসাঈ ৮/৬৩১/৫৪২৪, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৬৬,১৬৭) আমর ইবনে সুয়াইব (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা শুনেছেন যে, গাছে লটকে থাকা খেজুর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ

"من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء

‘অভাবী লোক যদি ফসল থেকে কিছু খায়, কিন্তু বাড়ি নিয়ে না যায় তাহলে তার কোন অপরাধ নেই।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ ২/১৩৬/১৭১০, জামি ‘ তিরমিযী ৩/৫৮৪/১২৮৯, সুনান নাসাঈ ৮/৪৫৯/৪৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ ২/১৮০,২২৪)

মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, ﴿فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ﴾ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিশেষ জরুরী অবস্থায় বাধ্য হয়ে যা আহার করা হয়। সা ‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) বলেনঃ অবৈধ কোন কিছু খেলে মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিতে পারে, আর বাধ্য হয়ে হারাম কোন কিছুকে খাওয়াকে তিনি যে অনুমোদন দিয়েছেন তা হলো তাঁর করুণা বা দয়া। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৪০) এটাও বর্ণিত আছে যে, তিন গ্রাসের চেয়ে যেন বেশি না খায়। মোট কথা, এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবানীর কারণেই তার জন্য এই হারামকে হালাল করা হয়েছে। মাসরূক (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিরূপায় হয়ে যায় অথচ হারাম জিনিস ভক্ষণ বা পান করে না, অতঃপর মারা যায়, সে জাহান্নামী। (সুনান-ই কুবরা ৯/৩৫৭) অতএব জানা গেলো যে, এরূপ অবস্থায় এ রকম জিনিস খাওয়া অবশ্য কর্তব্য, শুধু যে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা নয়, বরং খেতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হিদায়াত করেছেন যে

(يَاَ يُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا)

অর্থাৎ "হে রাসূলগণ! পবিত্র খাদ্য গ্রহন করুন এবং নেক আমল করুন" । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোআ কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশংকাই থাকে বেশী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মানুষ নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। তিনি মুমিনগণকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন যেটার নির্দেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র থেকে খাও এবং সৎকাজ কর, নিশ্চয় আমি তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবগত। [সূরা আল-মুমিনুন: ৫১]

আরও বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের আমরা যে রিফিক দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু খাও" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭২]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করেছে, ধুলি-মলিন অবস্থায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে বলতে থাকে হে রব! হে রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে খেয়েছেও হারাম। সুতরাং তার দোআ কিভাবে কবুল হতে পারে?" [মুসলিম: ১০১৫]

অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমান এনে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে জাহেলী যুগে তোমাদের ধর্মীয় পণ্ডিত, পুরোহিত, পাদরী, যাজক, যোগী ও সন্যাসীরা এবং তোমাদের পূর্বাপুরুষরা যেসব অবাঞ্ছিত আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিল সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে অবশ্যি দূরে থাকো। কিন্তু যেগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন কোন প্রকার ঘৃণা-সংকোচ ছাড়াই সেগুলো পানাহার করো। নবী ﷺ তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।"مَنْ صَلَّى صَلواتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَالِك الْمُسْلِمُ الخ"যে ব্যক্তি আমাদের মতো করে নামায পড়ে, আমরা যে কিব্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়ি তার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খায় সে মুসলমান।" এর অর্থ হচ্ছে, নামায পড়া ও কিব্লাহর দিকে মুখ করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে পানাহারের ব্যাপারে অতীতের জাহেলী যুগের বিধি-নিষেধগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং জাহেলিয়াত পন্থীরা এ ব্যাপারে যে সমস্ত কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়। কারণ এই জাহেলী বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলাটাই একথা প্রমাণ করবে যে, জাহেলিয়াতের বিষ এখনো তার শিরা উপশিরায় গতিশীল।

১৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা সমগ্র মানব জাতিকে হালাল খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অত্র আয়াতেও বিশেষভাবে মু’ মিনদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন। তারপর এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৭৩ নং আয়াতে হালাল খাওয়ার নির্দেশের সাথে সাথে বর্জনীয় হারামগুলোর বর্ণনাও আল্লাহ তা ‘আলা দিয়েছেন। এ আয়াতের তাফসীরস্বরূপ সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের-মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর ওপর বলি দেয়া হয় তা এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা- এসব পাপ কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা মায়িদাহ ৫:৩)

الْمَيْتَةَ ‘মৃত’ মৃত দ্বারা সেসব জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যা শরীয়তসম্মতভাবে জবেহ করা হয়নি যদিও তা হালাল প্রাণী হয়, তবে মাছ মৃত হলেও তা হালাল। (আবূ দাঊদ হা: ৮৩, সহীহ)

الدَّمَ ‘রক্ত’ রক্ত দ্বারা ঐ রক্ত হারাম বুঝানো হয়েছে যা জবেহ করার সময় প্রবাহিত হয়।

(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ)

‘শুকরের গোশত’ শুকরের গোশত, তা থেকে উপকার নেয়াসহ তার সব কিছু হারাম।

(وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)

‘যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত’ অর্থাৎ যেসব প্রাণী আল্লাহ তা ‘আলার নাম ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করা হয়। চাই মূর্তি হোক, ওয়ালী-আওলিয়া হোক।

যে ব্যক্তি নিরুপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

“তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা মায়িদাহ ৫:৩) অর্থাৎ হারাম প্রাণী বা খাদ্য ছাড়া কোন কিছু না পেলে প্রাণ রক্ষার্থে ততটুকু বৈধ যতটুকু হলে জীবন বাঁচানো যাবে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ১৭৩

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, মৃতদেহ খেয়ো না, রক্ত ও শূকরের গোশত থেকে দূরে থাকো। আর এমন কোন জিনিস খেয়ো না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভঙ্গ করার কোন প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায়, সেজন্য তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৭৩ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] অর্থাৎ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীআতের বিধান অনুযায়ী যবেহ করা জরুরী, সেসব প্রাণী যদি যবেহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম হবে। তবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হল’ । [সূরা আল-মায়িদাহ ৯৬]

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিডিড নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দুটির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমাদের জন্য দুটি মৃত হালাল - মাছ এবং টিডি (এক জাতীয় ফড়িং)। [বাগভীঃ শরহুস-সুন্নাহঃ ২৮০৩, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩২১৮]

সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং ফড়িং মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দুটি যবেহ না করেও খাওয়া যাবে। অনুরূপ যেসব জীব-জন্তু ধরে যবেহ্ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত। আজকাল একরকম চোখা গুলী ব্যবহার হয়, এ ধরণের গুলী সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরদিকে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে গায়ে বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলী দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ার যবেহ্ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না। এক্ষেত্রে গুলী দ্বারা শিকার করা হলে তা আবার যবেহ্ করতে হবে।

এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, আয়াতে ‘তোমাদের জন্য মৃত হারাম’ বলতে মৃত জানোয়ারের গোশত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সেই একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যেকোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়।

তাছাড়া আয়াতে ‘মৃত' শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে (عَلٰي طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ)। [সূরা আল-আন’আম: ১৪৫]

শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলোর ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে,

(وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ) [সূরা আন-নাহলঃ ৮০]

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ্ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। অনুরূপভাবে মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্বারা তৈরী যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। [মাআরিফুল কুরআন]

[২] আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا) [সূরা আল-আন' আম: ১৪৫] অর্থাৎ 'প্রবাহমান রক্ত' উল্লেখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবাহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা এবং এরূপ জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল। আর যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ্ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। এখানে আরও একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা অর্জিত লাভও হারাম।

[৩] আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের গোশ্ত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্ম' বা গোশ্ত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশ্ত হারাম এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, গোশ্ত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সর্বসম্মতিক্রমেই হারাম। তবে লাহ্ম তথা গোশ্ত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ্ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশ্ত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু যবেহ্ করার পরও শূকরের গোশত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসেআইন' বা অপবিত্র বস্তু। [মাআরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

[৪] আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ বা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ্ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত হয়। এমতাবস্থায় যবেহকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফেকাহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। (وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ) আয়াতে যে অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহ্ করার সময় তা আল্লাহ্র নাম নিয়েই যবেহ্ করা হয়। যেমন অনেক অজ্ঞ মুসলিম পীর, কবরবাসী বা জীনের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ করে থাকে। কিন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল। দুররে মুখতার কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ 'যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তারই সম্মানার্থে কোন পশু যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয়' - এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত; যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। আল্লামা শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ্ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কুরআনের ভাষায় 'বহীরা" বা 'সায়েবা'

নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছেঃ

(مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ)

"আল্লাহ্ তা'আলা 'বহীরা' ও 'সায়েবা' সম্পর্কে কোন বিধান দেননি"। [সূরা আল-মায়িদাহ ১০৩]

তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল। শরীআতের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীআতের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। [মাআরিফুল কুরআন]

[৫] এ ক্ষেত্রে কুরআনুল কারাম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল ও বৈধ বলেনি; বলেছে, "তাতে তার কোন পাপ নেই" । এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনো যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনোন্যপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে অনোন্যপায় হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। " [সূরা আল-মায়েদাহ:৩] অর্থাৎ ক্ষুধার কারণেই শুধু হারাম বস্তু গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই নিষেধাজ্ঞাটি এমন সব প্রাণীর গোশতের ওপর আরোপিত হয় যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নামে যবেহ করা হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে নজরানা হিসেবে যে খাদ্য তৈরী করা হয় তার ওপরও আরোপিত হয়। আসলে প্রাণী, শস্য, ফলমূল বা অন্য যে কোন খাদ্যের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই ঐ জিনিসগুলো আমাদের দান করেছেন। কাজেই সেগুলোর ওপর অনুগ্রহের স্বীকৃতি, সাদকাহ বা নজরানা হিসেবে একমাত্র আল্লাহরই নাম নেয়া যেতে পারে। আর কারোর নয়। এগুলোর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়ার অর্থ হবে, আল্লাহর পরিবর্তে অথবা আল্লাহর সাথে সাথে তার প্রাধান্যও স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে এবং তাকেও অনুগ্রহকারী ও নিয়ামত দানকারী মনে করা হচ্ছে।

এই আয়াতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে হারাম জিনিস ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক যথার্থ অক্ষমতার মুখোমুখি হলে, যেমন ক্ষুধা বা পিপাসা প্রাণ সংহারক প্রমাণিত হতে থাকলে, অথবা রোগের কারণে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে এবং এ অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া আর কিছু না পাওয়া গেলে। দুই, মনের মধ্যে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা পোষণ না করলে। তিন, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করলে যেমন কোন হারাম পানীয়ের কয়েক ফোঁটা বা কয়েক ঢোক পান করলে অথবা হারাম খাদ্যের কয়েক মুঠো খেলে যদি প্রাণ বাঁচে তাহলে বেশী ব্যবহার না করা।

এই আয়াতে চারটি হারামকৃত জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে إنما শব্দ দ্বারা সীমিতকরণে এই সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, হারাম কেবল এই চারটি জিনিসই। অথচ এ ছাড়াও আরো অনেক জিনিস হারাম আছে। তাই প্রথমতঃ এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, এই সীমিতকরণ বিশেষ কথা প্রসঙ্গে এসেছে। অর্থাৎ, মুশরিকরা হালাল জানোয়ারকেও হারাম করে নিত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, হারাম শুধুমাত্র এইগুলো। কাজেই এই সীমিতকরণ তুলনামূলক। অর্থাৎ, এ ছাড়াও আরো হারাম জিনিস আছে যা এখানে উল্লিখিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসে প্রাণীর হালাল-হারাম সংক্রান্ত দু'টি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। সেটাকে আয়াতের সঠিক তাফসীর হিসেবে সামনে রাখা উচিত। হিংস্র পশুর মধ্যে শিকারী দাঁত বিশিষ্ট পশু এবং পাখীর মধ্যে শিকারী নখ বিশিষ্ট পাখী হারাম। তৃতীয়তঃ যেসব পশুর হারাম হওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; যেমন গাধা, কুকুর ইত্যাদি, সেগুলোও হারাম। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হাদীসও কুরআনের মত দ্বীনের উৎস এবং শরীয়তের দলীল। দুটোকে মেনে নিলেই দ্বীন পরিপূর্ণ হবে, শুধু কুরআন মানলে ও হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করলে দ্বীন পরিপূর্ণ হবে না। 'মৃত' বলতে, এমন হালাল পশু যা যথানিয়মে যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে অথবা কোন দুর্ঘটনায় (বিস্তারিত আলোচনা সূরা মায়িদাহ ৫:৩ নং আয়াতে আছে) মারা গেছে কিংবা শরীয়তের তরীকার পরিপন্থী নিয়মে যাকে যবেহ করা হয়েছে; যেমন, গলা টিপে অথবা পাথর ও লাঠির আঘাত ইত্যাদি দ্বারা মারা হয়েছে কিংবা বর্তমানের যান্ত্রিক যবেহ দ্বারা মারা হয়েছে যা আসলে আঘাত দিয়ে হত্যা করার শামিল (তা আসলে মৃত এবং হারাম)। তবে হাদীসে দু'টো মৃত প্রাণী বৈধ করা হয়েছে। আর তা হল, মাছ ও পঙ্গপাল। এ দু'টো মৃত হারাম হওয়ার বিধান থেকে স্বতন্ত্র। 'রক্ত' বলতে প্রবাহিত রক্ত। অর্থাৎ, যবেহ করার পর যে রক্ত বের হয়ে বয়ে যায়। গোশতের সাথে যে রক্ত লেগে থাকে, তা হালাল। এছাড়াও দু'টো রক্তকে হাদীসে বৈধ বলা হয়েছেঃ কলিজা (লিভার) এবং তিল্লী (প্লীহা)।

শুয়োর নিকৃষ্ট জানোয়ার; বিধায় আল্লাহ তাকে হারাম করেছেন। শরীয়তে এমন জানোয়ারও হারাম, যাকে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। যেমন, আরবের মুশরিকরা লাত এবং উয্যা ইত্যাদির নামে এবং অগ্নিপূজকরা আগুনের নামে (বা উদ্দেশ্যে) যবেহ করত। আর এরই আওতাভুক্ত হল সেই পশু, যাকে অজ্ঞ মুসলিমরা মৃত ওলীদের ভালবাসায়, তাদের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অথবা তাদের ভয়ে এবং তাদের নিকট (কোন কিছু পাওয়ার) আশায় কবর ও আস্তানাসমূহে যবেহ করে বা আস্তানার খাদেমকে ওলীর নামে দান করে আসে। (যেমন, অনেক আউলিয়ার কবরে সাইনবোর্ড লাগানো আছে যে, 'দাতা' সাহেবের নামে দান করার জন্য গরু-ছাগল এখানে জমা করুন।) ওলীর নামে উৎসর্গীকৃত এই পশুগুলো আল্লাহর নামে যবেহ করা হলেও তা হারাম। কারণ, এ থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নয়, বরং

কবরবাসীর সন্তুষ্টি লাভ, গায়রুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথবা তার (অতিপ্রাকৃত) ভয়ে বা তার নিকট (কিছু পাওয়ার) আশা করে করা হয়; যা শিরক।

অনুরূপ পশু ছাড়াও যেসব জিনিস গায়রুল্লাহর নামে মানত ও দান করা হয়, তা সবই হারাম। যেমন, কবরে নিয়ে গিয়ে অথবা সেখান থেকেই ক্রয় করে সেখানে উপস্থিত ফকীর-মিসকীনদের মাঝে ডেগচির খয়রাতী খাবার কিংবা মিষ্টি ও টাকা-পয়সা বণ্টন কিংবা নযরানার বাক্সে মানত ও দানের টাকা-পয়সা দেওয়া অথবা উরসের সময় সেখানে দুধ ইত্যাদি খাদ্য পাঠানো; এ সমস্ত কার্যকলাপ হারাম ও অবৈধ। কেননা, এ সবই গায়রুল্লাহর নামে মানত ও দান করা বিবেচিত হয়। মানত করাও নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত একটি ইবাদত। আর সর্বপ্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্যই হাদীসে এসেছে যে, "সে অভিশপ্ত, যে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে।" (সহীহুল জা'মে আলবানী ২/১০২৪) তাফসীরে নিশাপুরীর হাওয়ালায় তাফসীরে আযিযীতে উল্লেখ হয়েছে যে, ((أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيْحَةً يُرِيْدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، صَارَ مُرْتَدًّا وَذَبِيْحَتُهُ ذَبِيْحَةُ مُرْتَدٍّ)) 'আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যদি কোন মুসলিম গায়রুল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করে, তাহলে সে মুরতাদ (দ্বীন থেকে খারিজ) হয়ে যাবে এবং তার যবেহ করা পশু একজন মুর্তাদ্দের যবেহকৃত পশুর মত হবে। (তাফসীরে আযিযী ৬১১পৃষ্ঠা আশরাফুল হাওয়াশীর বরাতে)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. হালাল রিযিক খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

২. আল্লাহ তা ‘আলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

৩. বর্ণিত হারাম প্রাণী ও খাদ্য খেতে কেউ বাধ্য হলে প্রাণ রক্ষার্থে খাওয়া জায়েয।